দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৯/৯/৮২ ...

# ৮৭ সালের মধ্যে ৫০ ভাগ লোককে সাক্ষর করার কর্মসূচী

(স্টাফ রিপোর্টার)

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান বলেছেন যে আগামী ১৯৮৭ সালের মধ্যে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ লোককে নিরক্ষরতামুক্ত করার জন্য বর্তমান সরকার কর্মসূচী নিয়েছেন। তিনি বলেন এ কর্মসূচী সফল করার উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালের মধ্যে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শতকরা ৭০ ভাগ ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনয়নসহ অক্ষরজ্ঞানদানে অন্যান্য গণশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন যে প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী সকল ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতাভুক্ত করা গেলে আগামী ১১ বছরের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতার অভি-

## কর্মসূচী

(১-এর পৃঃ পর)

শাপ থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বুধবার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। শিক্ষা ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় সচিব কাজী জালালউদ্দীন আহমদ।

উল্লেখ্য গতকাল ছিল সপ্তদশ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে এদিনটি পালন করে।

গণশিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন যে পর্যায়ক্রমে দুশ থানায় চারশ কম্যুনিটি স্কুল নেয়া হবে। এগুলিতে পাঁচ রকমের বৃত্তিমূলক বা পেশাভিত্তিক শিক্ষা দেয় হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায় থেকে বাদ পড়া ছেলেমেয়েদের এলাকাভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫০টি প্রাইমারী স্কুলে কম্যুনিটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এসব কেন্দ্রে জনসাধারণ গণশিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও মতামত বিনিময় করতে পারবেন।

বিগত দু বছরের গণশিক্ষা আন্দোলন কর্মসূচীর প্রতি আলোকপাত করে শিক্ষামন্ত্রী জানান যে এ সম্পর্কে মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট পাওয়া গেছে। এ মূল্যায়ন রিপোর্ট খুবই নিরুৎসাহব্যঞ্জক বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন গণশিক্ষা আন্দোলনের গত দু বছরে আমরা শুধু কোটি কোটি টাকাই ব্যয় করিনি দুটি বছরও হারিয়েছি।

তিনি বলেন বর্তমান সরকার গণশিক্ষা আন্দোলনকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন নিরক্ষরতার দরুন জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

গোটা দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষামন্ত্রী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অক্ষরজ্ঞানদানের হার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি সমবায় সমিতি, সমাজকল্যাণ সংগঠন, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ইত্যাদি সংগঠনকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে কাজে লাগাতে সুপারিশ করেন।

এর আগে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব আবদুল কুদ্দুস নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার আহবান জানিয়ে একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। এ নিবন্ধে তিনি নিরক্ষরতা মোচন ও গণশিক্ষা বিস্তারের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি আলোকপাত করে বলেন যে সংস্কারের নামে কাল ভোরে কোন নতুন সংযোজন বা বিয়োজন আসছে পাঠ্য পরিকল্পনায় তা শিক্ষা প্রশাসক, অভিভাবক, শিক্ষক, ছাত্র কেউ জানে না। সরকার বদলায়, শিক্ষানীতিও বদলায়। বদলায় এত দ্রুত যে কোন নীতিই দৃঢ়ভাবে দানা বাঁধতে পারে না। এ যেন নিত্য ঘূর্ণায়মান গোলক।

এর আগে শিক্ষা ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এ কে এম হেদায়েতুল হক স্বাগত ভাষণে বলেন যে গত দু বছরে গণশিক্ষা আন্দোলনে ৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এর মধ্যে দু কোটি টাকার শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। ২৫ লাখ লোককে এর আওতায় আনা হয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন গণশিক্ষা পরিচালক ডঃ হাফেজ আহমদ, পল্লী সম্পদ ব্যবহার শিক্ষা কেন্দ্রের জনাব আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, সাক্ষরতা সমিতির অধ্যাপক ওসমান গণি প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতি যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করে মতিঝিল সমবায় সদনে।

বাংলাদেশ নারী আন্দোলন সংসদ লালমাটিয়ায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে নিরক্ষর মহিলাদের মধ্যে বইপত্র, খাতা, পেন্সিল বিতরণ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ক্রিসেন্ট সোসাইটি, জাতীয় তরুণ সংঘ প্রভৃতি সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে।